নিবেদন

গবেষণার প্রায় অন্তহীন অন্বেষণ পথে হেঁটে চলা জীবনের অন্যতম শিক্ষণীয় এক অধ্যায়। দীর্ঘপথের বাঁকে বাঁকে উপস্থিত থেকেছে নানা প্রতিকূলতা, নানান চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। দীর্ঘতর হয়েছে পথ, সমৃদ্ধ হয়েছি অভিজ্ঞতায়। দীর্ঘপথের বাঁকে বাঁকে উপস্থিত থেকেছেন সুজনেরা। বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। যাঁদের সাহায্য ছাড়া, আরম্ভ থেকে পরিণতির পথে এই যাত্রা কখনোই সম্ভবপর হয়ে উঠত না। আজ ক্ষণিকের এই যাপন সেই সমস্ত স্বজনকে স্মরণ করে, যাদের সাহচর্যে মুহূর্তগুলি হয়েছে শিক্ষণীয়, যাঁদের সহযোগিতায় গবেষণা হয়েছে ঋদ্ধ, যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে দিয়েছেন আরও দুটি পা—তাঁদের সবাইকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. তপন মণ্ডল মহাশয়ের জন্যই আজ আমার উচ্চশিক্ষার পথকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক ইচ্ছার ফলই আমার এই গবেষণা পাঠ। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনার সুবিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের তীরে আমি বরাবর থেকেছি মগ্ন দর্শক হয়ে। তিনি চিনিয়েছেন সাহিত্য সমুদ্রের নানান মণিমাণিক্য। তাঁর জ্ঞানগর্ভ নিরলস আলোচনা আমাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে, স্বাধীন গবেষণায় উদ্দীপ্ত করেছে। আজ এই সুবাদে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

প্রদীপ জ্বালাবার আগে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব। এক নগণ্য শিক্ষার্থীকে সলতে করে তুলবার কাজটি যাঁরা যত্ন করে করেছেন আভূমিনত শ্রদ্ধা জানাই, আজ এই অবসরে, সেই মানুষগুলিকে। আমার স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষক ড. রেজাউল করিম মহাশয় এবং ড. দীপক কুমার রায় মহাশয় আমাকে প্রথম দিন থেকেই জ্ঞানলাভ, বিশ্লেষণ ও অন্বেষণে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বিবিধ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে সর্বদাই কৃতজ্ঞতা ভাজন করেছেন। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়, অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া, অধ্যাপক ড.

নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়, অধ্যাপিকা ড. ঊর্বী মুখোপাধ্যায় মহাশয়া, অধ্যাপক ড. সূর্য লামা মহাশয়, অধ্যাপক ড. প্লাবন সিংহ মহাশয়, অধ্যাপিকা ড. হাসনারা খাতুন মহাশয়া, অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা পাল মহাশয়া প্রমুখ আমার সকল সম্মানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধা। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার দীর্ঘ গবেষণা কর্মের শরীক হয়ে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে গবেষণা কর্মটিকে পরিণতির পথে এগিয়ে দিয়ে আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলেছেন।

নাম গোত্রহীন ছোট্ট চারাগাছটি প্রতিদিন বেড়ে ওঠে প্রকৃতির রূপ আর রসকে সম্বল করেই। প্রকৃতির সেই দানেই বেড়ে ওঠে চারাগাছ। জন্মের পর থেকেই প্রতিমুহূর্তে আমাকে লালন করেছেন আমার যে জন্মদাতা-জন্মদাত্রী; আমাকে আগলে রেখেছেন শত প্রতিকূলতা থেকে, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে আমাকে এগিয়ে চলতে সক্ষম করেছেন, আমার সেই বাবা-মা'কে জানাই আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আমার জীবনে বেড়ে ওঠা, শিক্ষালাভ ও স্বীকৃতির পথে তাঁদের ত্যাগস্বীকার নিরন্তর আলোকবর্তিকা হয়ে আমাকে সাহায্য যুগিয়েছে। স্ত্রী মাম্পি খাতুন নীরবে সাংসারিক সমস্ত দায়-দায়িত্ব হাসিমুখে কাঁধে তুলে নিয়েছে। প্রাত্যহিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে না পারলে গবেষণার দুরূহ পথে আমার পথ চলা সম্ভবপর হতো না। সে যুগিয়েছে সাহস, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। তাকে আমার অন্তরের ভালোবাসা জানাই।

আমার কর্মস্থল পীযূষ কান্তি মুখার্জী মহাবিদ্যালয়ের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অর্ণব বন্দোপাধ্যায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমার গবেষণার অগ্রগতি, ফলাফল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সাহস যুগিয়েছেন, বিভিন্ন সুপরামর্শ দানে বাধিত করেছেন। তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। কলেজের সহকর্মী ড. বিশ্বজিৎ রায়, পূর্বা চক্রবর্তী সকলেই আমার কাজে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, পারস্পরিক আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর অনন্ত কৌতূহল আর নিরন্তর প্রশ্নবাণ আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাবার অন্যতম পাথেয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে আলোচনা আমায় সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন খোঁজ ও বিশ্লেষণ বিবিধ নতুন পরিপ্রেক্ষিতের সন্ধান যুগিয়েছে। সমস্ত কিশলয়কে তাই আজ এই অবসরে আমার তরফে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই নকশালবাড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ড. সমীরেন্দ্র সরকার মহাশয়, অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার পালুয়া মহাশয়, ড. নমিতা চক্রবর্তী মহাশয়া প্রমুখ। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। বিবিধ প্রতিকূলতা পেরিয়ে, উজান ঠেলে মোহনায় উপস্থিত হবার এই যাত্রায় তাঁরা আমাকে যুগিয়েছেন নিরন্তর উদ্দীপনা। বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যের খোঁজ-খবর হোক বা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—সর্বদাই তাঁরা আমাকে করেছেন সমৃদ্ধ, করেছেন কৃতজ্ঞতা ভাজন। ভাই গোলাপ হোসেনকে জানাই আমার অন্তরের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। দীর্ঘ গবেষণা কর্মের বাঁকে বাঁকে তারা উপস্থিত থেকেছেন একান্ত সুহৃদ হয়েই। তাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং নিরন্তর উৎসাহ ছাড়া আমার এই গবেষণা কর্ম কখনোই সম্পূর্ণ হয়ে উঠত না। তাদের ভবিষ্যত জীবন হয়ে উঠুক সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সার্থক।

সভ্যতার পিলসুজ বহন করে চলেন যে মানুষগুলি, সততই থাকেন যারা অন্ধকারে, গবেষণা কর্মের এই কাজে, আজ আমার ঋণ স্বীকার-অস্বীকৃতির অন্ধকার আর আড়ালেই থেকে যাওয়া সেই সমস্ত মানুষগুলির প্রতিও। গবেষণা কর্মের তথ্য সংগ্রহের জন্য যেতে হয়েছে বহু গ্রন্থাগারে। তথ্যের সন্ধানে জ্বালাতন করতে বাধ্য হয়েছি বহু কর্মী আধিকারিককে। বিরক্তি নয়, অনায়াস দক্ষতায় আর পরম মমতায় সেই সমস্ত মানুষগুলোর কাছ থেকে পেয়েছি বহু প্রয়োজনীয় তথ্য, গ্রন্থ প্রভৃতি। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, নকশালবাড়ি কলেজের গ্রন্থাগার এবং কর্মস্থল পীযূষ কান্তি মুখার্জী মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কথা। রাশি-রাশি প্রতিকূলতার মধ্যেও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও কর্মীরা প্রতিনিয়ত তাঁদের সাহায্যের হাত হাসিমুখে বাড়িয়ে দিয়েছেন, বঞ্চিত করেননি কোনো দিন। তাঁদের সকলের সাহায্য সহযোগিতার ফসল আমার এই গবেষণা কর্ম। তাঁদের জানাই আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। এছাড়াও সাহায্য পেয়েছি সমকালের জিয়ন কাঠি পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক নাজিমুল ইসলাম মণ্ডল মহাশয়ের কাছে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। গবেষণাপত্রটির মুদ্রণ কাজে ভাই বিশ্বজিৎ মজুমদার এর পরিশ্রম স্মরণীয়। তাকে জানাই ভালোবাসা, জানাই শুভেচ্ছা।

দীর্ঘ এই গবেষণা কর্মের যাত্রাপথ সম্পূর্ন নয়, সমাপ্তির দিকে যাত্রা নয়। বরং এই দীর্ঘ যাত্রাপথ আমাকে চিনিয়েছে পথ চলার আনন্দ, চিনিয়েছে আলোর সন্ধানে পথ চলার নিরন্তর

আবাহনকে। আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি চরৈবতি মন্ত্রকে। গবেষণা কর্মের এই যাত্রাপথ থেকে আমার প্রাপ্তি এটুকুই। অভিজ্ঞতা আর সহযোগিতার দানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার এই যাত্রাপথে, ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে চলার এই পথে রয়ে গেল কিছু ব্যক্তিগত ত্রুটি, রয়ে গেল কিছু অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি, বহু মানুষ রয়ে গেলেন উল্লেখ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ঊর্ধ্বে, তার জন্য সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আজকের এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্ব শেষ করছি।

সকলের কাছে প্রার্থনা করছি শুভাশিস ও আশীর্বাদ।

ধন্যবাদান্তে,

আলিপনুর আহমেদ

(আলিপনুর আহমেদ)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ : ১১.০৫.২০২১